একক ১০ ❐ সঞ্জীননী তত্ত্ব

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ সংবর্তনী (Transormational) সঞ্জননী (Generative) ব্যাকরণ

১০.৪ সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার (Syntactic Structure)-এর তত্ত্ব

১০.৫ চমস্কি প্রবর্তিত দ্বি-বিভাজিত তত্ত্ব

১০.৬.১ ব্যাকরণ তত্ত্ব ঃ বৈশ্বিক ব্যাকরণ, বিশেষ ব্যাকরণ

১০.৬.২ ভাষাবোধ ও ব্যবহারতত্ত্ব ঃ পারঙ্গতাবোধ, ভাষা ব্যবহার

১০.৬.৩ বাক্যগঠনগত তত্ত্ব ঃ অধোগঠন, অধিগঠন

১০.৬.৪ বাক্য ব্যবহারগত তত্ত্ব ঃ ব্যাকরণসম্মত বাক্য, গ্রহণযোগ্য বাক্য

১০.৭ চমস্কি ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্বয় তত্ত্বের অগ্রগতি

১০.৮ সারাংশ

১০.৯ অনুশীলনী

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- প্রথানুসারী ব্যাকরণ ভাবনা থেকে আধুনিক ভাবনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন বোঝা যাবে।
- প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই সঞ্জননী তত্ত্ব সারা বিশ্বের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অপরিহার্য তত্ত্ব হয়ে উঠেছে তা বোঝা যাবে।
- অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে চমস্কির গবেষণার একটি পরিচয় উপলব্ধি হবে।
- সঞ্জননী তত্ত্বের বির্বতনের দিকটিও লক্ষ্য করা যাবে।
- চমস্কির পাশাপাশি অন্যান্য নানাবিধ আন্বয়িক তত্ত্বের একটি মোটামুটি ধারণা করা যাবে।
- আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্বয়তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা উবলব্ধি করা যাবে।

১০.২ প্রস্তাবনা

প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্বের আর সঞ্জননী অন্বয়তত্ত্বের মধ্যবর্তী অংশে আছে সংগঠনতত্ত্ব (Structuralism) ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Descriptive Linguistics) তত্ত্ব। বিশ শতকের প্রথম দিকেই এই ধরনের ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা দেন ফেয়ারদিন্যা দ্য সাউসুরে (Ferdinand de Saussere)। পরবর্তীকালে বিশ শতকের তিন-এর দশক থেকে বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent) সংগঠন তত্ত্ব। ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) এই ধারণার কথা প্রথম বলেন। পরবর্তীকালে হকেট (Hockett), গ্লিসন (Glesson), হ্যারিস (Harris), কুইনে (Quine) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এই বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষণা করেন।

অব্যবহিত উপাদান সংগঠন তত্ত্বে পাশাপাশি অবস্থিত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসারে একটি করে বড়ো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করা হয়। এই টুকরোগুলি আবার পরবর্তী স্তরে আরো বড়ো টুকরো হচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত দুটি বড়ো টুকরো জুড়ে তৈরি হচ্ছে বাক্য। কথা বলার সময় সবচেয়ে ছোটো টুকরোগুলি জুড়ে জুড়েই বাক্য তৈরি হয়। পাশাপাশি অব্যবহিত সম্পর্কে অবস্থিত টুকরোগুলি যেমন জুড়ে যায় তেমনি এটি ক্রমোচ্চ স্তরভিত্তিক। তাই পরপর স্তরগুলি অব্যবহিত সম্পর্কে আবদ্ধ।

একটি উদাহরণ নিয়ে অব্যবহিত উপাদানে বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে।

<table>
<tr><td>এই</td><td>ভালো</td><td>ছেলে</td><td>টা</td><td>আজ</td><td>খুব</td><td>মন</td><td>দিয়ে</td><td>পড়ে</td><td>নি</td><td>প্রথম স্তর</td></tr>
<tr><td>এই</td><td>ভালো</td><td colspan="2">ছেলেটা</td><td>আজ</td><td>খুব</td><td colspan="2">মনদিয়ে</td><td colspan="2">পড়েনি</td><td>দ্বিতীয় স্তর</td></tr>
<tr><td>এই</td><td colspan="3">ভালো ছেলেটা</td><td>আজ</td><td colspan="3">খুব মন দিয়ে</td><td colspan="2">পড়েনি</td><td>তৃতীয় স্তর</td></tr>
<tr><td colspan="4">এই ভালো ছেলেটা</td><td>আজ</td><td colspan="3">খুব মন দিয়ে পড়েনি</td><td colspan="2"></td><td>চতুর্থ স্তর</td></tr>
<tr><td colspan="4">এই ভালো ছেলেটা</td><td colspan="6">আজ খুব মন দিয়ে পড়েনি</td><td>পঞ্চম স্তর</td></tr>
<tr><td colspan="10">এই ভালো ছেলেটা আজ খুব মন দিয়ে পড়েনি</td><td>ষষ্ঠ স্তর</td></tr>
</table>

অব্যবহিত সম্পর্কযুক্ত টুকরোগুলি ক্রমাগত স্তরে স্তরে জুড়ে বাক্যের চেহারা নিচ্ছে। টুকরোগুলির পাশাপাশি সম্পর্ক অব্যবহিত সম্পর্ক। আবার টুকরোগুলির স্তরগুলির সম্পর্কও অব্যবহিত। অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পাওয়া গিয়েছিল। আর সেখান থেকেই ব্লুমফিল্ডের ছাত্র চমস্কি (Noam Abraham Chomsky) সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন। অব্যবহিত উপাদানের সংগঠন তত্ত্বটি তাঁর ভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। আমরা এখানে চমস্কি প্রবর্তিত অন্বয়তত্ত্ব নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব।

১০.৩ সংবর্তনী (Transformational) সঞ্জননী (Generative) ব্যাকরণ

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এক নতুন চিন্তার জগৎ খুলে গেল। নোয়াম অব্রাহাম চমস্কি (১৯২৮)-ব্লুমফিল্ডের ছাত্র। তিনি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতেই প্রথমে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু গবেষণা করার সময় থেকেই তিনি ভাষাবিজ্ঞানে এক নতুন তত্ত্বের জন্ম দিলেন। সেই তত্ত্ব সঞ্জননী তত্ত্ব নামে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে এই তত্ত্ব (Generative Theory) তৈরি করলেন।

হিব্রু ভাষার রূপ-ধ্বনি (Morphophonemic) তত্ত্ব নিয়ে ১৯৫১ থেকে কাজ শুরু করেছিলেন চমস্কি। এটি তাঁর এম.এ.-র গবেষণা নিবন্ধ। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি আন্বয়িক বিশ্লেষণ আর সেই বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এই বছরই প্রকাশিত হয় 'Systems of Syntactic Analysis' প্রবন্ধটি 'Journal Symbolic Logic' পত্রিকার ১৮ সংখ্যাতে। ১৯৫৫তে 'Logical Syntax and Semantics' Language পত্রিকার ৩১ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। আন্বয়িক গঠনের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে তিনি ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। এই বছরই তাঁর পি.এইচ.ডি গবেষণা গ্রন্থ 'Transformational Analysis' রচিত হয়। এখানেই তিনি প্রথম সংবর্তন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৫৭-তে তাঁর যুগান্তকারী 'Syntactic Structure' প্রকাশিত হয়। সারা পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে এ বইটি সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কেউ বা তত্ত্বটিকে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। কেউ বা সমালোচনা করে চমস্কির তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। আবার কেউ বা উপেক্ষা করেছিলেন। পরে দেখা গেল যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই আগ্রহের সঙ্গে এই তত্ত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবুও যাঁরা সরে রইলেন তাঁরা নতুন তত্ত্বকে গ্রহণ করবার মতো ঔদার্য দেখাতে পারেননি। চমস্কি তত্ত্বের এই বিবর্তনটি এবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১০.৪ সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার-এর তত্ত্ব

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Systactic Structures' [S.S.] গ্রন্থে চমস্কি ভাষা বিশ্লেষণের প্রধান তিনটি মডেলের কথা বললেন।

ক. Finite State Grammar

খ. Phrase Structure Grammar

গ. Transfer matidual Grammar

ক. সীমাবদ্ধ অবস্থার ব্যাকরণ Finite State Grammaer-এ তিনি বললেন যে নির্দিষ্ট শব্দ ভাণ্ডার থেকে আমরা অসংখ্য বাক্য তৈরি করি। বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ যেন বিভিন্ন কক্ষে সাজানো আছে। আর আমরা আমাদের পছন্দমতো শব্দ নিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বসিয়ে বাক্য তৈরি করছি। একই ধরনের নিয়ম ব্যবহার করে অজস্র বাক্য তৈরি করছি এভাবেই।

খ. পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণ (Phrase Structure Grammaer)-এ বললেন, বাক্য আসলে পদগুচ্ছের (Phrase) গঠন। আবার বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ আর একটি ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছের মিলিত গঠন। আবার বিশেষ্যধর্মী পদগুচ্ছ তৈরি হয় নির্দেশক এর সঙ্গে বিশেষ্য যোগ করে। ক্রিয়াধর্মী পদগুচ্ছ মানে একটি ক্রিয়াপদ ও

বিশেষ্যধর্মী পদের মিলিত গঠন। আর এই প্রতিটি স্তর আবার লেখার পদ্ধতি ধরে পুনর্গঠিত হয়। অর্থাৎ বাক্যকে আবার লেখার পদ্ধতি অনুসারে লিখব — বিশেষ্যগুচ্ছ + ক্রিয়াগুচ্ছ — এইভাবে। শব্দশ্রেণি পর্যন্ত এই পুনর্লিখন ঘটতে থাকবে। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য এই পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণকে ব্যাকরণ হিসাবে রাখলেন না। একটি সূত্র বা নিয়ম হিসাবে পদগুচ্ছ সংগঠনকে গ্রহণ করলেন।

গ. সংবর্তনী ব্যাকরণ (Transformational Grammaer) — এখানে তিনি সংবর্তনের কথা বলেছেন। পদগুচ্ছ সংগঠনের নিয়ম বা সূত্র অনুসারে অজস্র মগ্ন বাক্য (Underlying String) তৈরি করার কথা বললেন। এই মগ্ন বাক্যগুলির ওপর সংবর্ধন সূত্র প্রয়োগ করে আসল বাক্যটি পাওয়া যাবে। যে বাক্য আমরা কথা বলার সময় ব্যবহার করি তা কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া মাধ্যমে জন্ম নেয়।

পদগুচ্ছ তৈরি করবার সূত্র দিয়ে বেশ কিছু বাক্যের প্রাথমিক রূপ তৈরি করা হয়। এদের তিনি নাম দেন মগ্ন বাক্য (Underlying Sentnce)। পদগুচ্ছ তৈরি করবার কক্ষটি তাই এই মগ্নবাক্য তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এরপর আছে সংবর্তন কক্ষ। বাক্যগুলির নানা অদল বদল ঘটে এখানে। এই পরিবর্তনকে সংবর্তন (Transformation) বলে। পরিবর্তন করার নিয়মগুলিকে সংবর্তন সূত্র বলে। সংবর্তন সূত্রের মাধ্যমে বীজবাক (Kernal Sentcne) পাবো। এরপর সেই বীজবাক্যটি কতকগুলি স্বনিম (Phonene) এবং রূপিমের (Morphene) মিলিত রূপ হয়ে ওঠে। তারপর তার প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশ আসলে কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণ। তাই একে বাক্যের ধ্বনিগত প্রকাশ বলা হয়। এই স্তরগুলি একটি লেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

১৯৫৭-র তত্ত্বে এই সংবর্তনী ব্যাকরণকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অবশ্য এই ব্যাকরণে শব্দার্থতত্ত্বের কথা তিনি বলেননি বা তার কোনো গুরুত্ব দেননি।

১০.৫ অ্যাসপেক্টস-এর তত্ত্ব

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে চমস্কি প্রকাশ করলেন 'Aspects of the Theory of Syntax'। আর এই গ্রন্থে ১৯৫৭ সংবর্তনী ব্যাকরণের মডেলটি একটি পরিপূর্ণ রূপ দিলেন। তিনি জানালেন যে, আমরা বাক্যগঠনের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে অসংখ্য বাক্য তৈরি করতে পারি। আর এই অসংখ্য বাক্য তৈরি করাকেই তিনি বললেন বাক্য সঞ্জনন (Generation)। যে ব্যাকরণ এই বাক্য তৈরির কথা বলে বা তার নিয়মগুলি সূত্রবদ্ধ করে সে ব্যাকরণকে বলা হয় সঞ্জননী ব্যাকরণ (Generative Grammaer)। চমস্কি জানালেন পানিনি যে ব্যাকরণ লিখছিলেন তা সঞ্জননী ব্যাকরণ। এই সঞ্জননী ব্যাকরণের পদ্ধতিগুলি তিনটি প্রধান কক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলি হল—

ক. আন্বয়িক কক্ষ

খ. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ এবং

গ. শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ

ক. আন্বয়িক কক্ষে বাক্যের কতকগুলি বিমূর্ত গঠন থাকে। বাক্য বলতে এই গঠনগত শব্দশৃঙ্খলকে বোঝায়। এই গঠনগত শব্দশৃঙ্খল আসলে কতকগুলি ধ্বনির পর পর উচ্চারিত রূপ। যেমন, সে খুব পড়বে। এখানে শব্দগুলি জুড়ে জুড়ে যে গঠনগত শৃঙ্খল তৈরি করেছে তা-ই বাক্য। আর, স্-এ-খ্-উ-ব্-প্-ও-ড়্-ব্-এ—এগুলি হল ধ্বনিশৃঙ্খল। বাক্যটির প্রকাশ এই ধ্বনিশৃঙ্খলের মাধ্যমে ঘটে।

খ. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষে আন্বয়িক সূত্রের দ্বারা গঠিত বাক্যকে আমরা পাই ধ্বনিশৃঙ্খল হিসাবে। ফলে ধ্বনিতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য এই কক্ষে থাকবে। বাক্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকটি আমরা এখানেই লক্ষ্য করব।

গ. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ বাক্যের অর্থগত দিকটি ব্যাখ্যা করবে। মনে রাখতে হবে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্বে চমস্কি শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দিলেন।

ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ ও শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যামূলক।

আন্বয়িক কক্ষ প্রত্যেক বাক্যের জন্য একটি অধোগঠন (Deep Structure) এবং একটি অধিগঠন (Surface Structure) তৈরি করে। এই অধোগঠনে থাকে শব্দার্থতত্ত্বগত ব্যাখ্যা। আর অধিগঠনে থাকে ধ্বনিতত্ত্বগত ব্যাখ্যা। ১৯৫৭ আর ১৯৬৫তে, চমস্কি বাক্যের আন্বয়িক গঠন নিয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ করলেন তা সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এই দুটি গ্রন্থে প্রকাশিত তত্ত্বের মিল আর অমিলটি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

১৯৫৭-র তত্ত্ব	১৯৬৫-র তত্ত্ব
১. শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেননি।	১. শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ আছে।
২. পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র সংবর্তন সূত্র }	২. আন্বেয়িক কশ { ভিত্তি সূত্র সংবর্তন সূত্র
৩. রূপ-স্বনিমগত সূত্র	৩. ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ

১০.৬ চমস্কি প্রবর্তিত দ্বি-বিভাজিত তত্ত্ব

চমস্কি যে ধারণাগুলি সংবর্তনী-সঞ্জননী তত্ত্বে দেন সেগুলিকে চারটি দ্বি-বিভাজিত তত্ত্বে দেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি তত্ত্বের দুটি অংশ। দুটি ধারণা নিয়েই তত্ত্বটি পূর্ণ রূপ পায়। এগুলি হল—

ক.	ব্যাকরণতত্ত্ব।	১. বৈশ্বিক ব্যাকরণ	(Universal Grammar) [U.G.]
		২. বিশেষ ব্যাকরণ	(Particular Grammar) [P.G.]
খ.	ভাষা বোধ ও ব্যবহারগত তত্ত্ব।	১. পারঙ্গামতাবোধ	(Competence)
		২. ভাষা ব্যবহার	(Performance)
গ.	বাক্যগঠনগত তত্ত্ব।	১. অধোগঠন	(Deep Structure)
		২. অধিগঠন	(Surface Structre)
ঘ.	বাক্য ব্যবহারগত তত্ত্ব।	১. ব্যাকরণ সম্মত বাক্য	(Grammatical Sentence)
		২. গ্রহণযোগ্য বাক্য	(Acceptance Sentence)

এই বিষয়গুলি এবার সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১০.৬.১ ব্যাকরণ তত্ত্ব

বৈশ্বিক ব্যাকরণ

সারা বিশ্বের সবরকমের ভাষার নিয়মকানুন এবং সূত্র তৈরি করার পদ্ধতি যে ব্যাকরণের মধ্যে পাবো তাকে বৈশ্বিক ব্যাকরণ (U./G.) বলব। চমস্কি মনে করেন, একটি শিশু চারপাশে কথা বলতে শুনে যে ভাষা শেখে তা সম্পূর্ণ নয়। ভাষা শেখার জন্য বংশধারাগত একটি সাহায্য সে পায়। তারই সাহায্যে স্বাভাবিক ভাষায় সম্ভব অসম্ভব সমস্ত রকম নিয়ম নিয়ে তার মস্তিষ্কে একটি বিমূর্ত ভাষা-এলাকা তৈরি হয়। এই ভাষা এলাকাতেই ভাষা শেখার কৌশল বা Language Acquisition Device বা LAD থাকে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে Language and Mind গ্রন্থে এই বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন। বৈশ্বিক ব্যাকরণের মধ্যে খোঁজা হয় ভাষার কোন্ কোন্ নিয়ম সব ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বৈশ্বিক ব্যাকরণকে চমস্কি বলেন 'initial state' অর্থাৎ ভাষা শেখার ও ব্যবহার করবার যে সন্ধি তার সূচনা পর্যায়। ভাষা শেখার ও ব্যবহার করবার প্রাথমিক নিয়মগুলি নিয়েই এই সার্বিক বা বৈশ্বিক ব্যাকরণ তৈরি হয়। সহজাত জ্ঞানের মাধ্যমে ভাষা শেখার কৌশল আয়ত্ব না করলে ভাষা শেখা সম্ভব হয় না। বৈশ্বিক ব্যাকরণের এরকম একটি সূত্র হল সাদৃশ্য বা Analogy, যা পৃথিবীর সব ভাষার শিশু ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

বিশেষ ব্যাকরণ

বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammaer) বলতে চমস্কি বুঝিয়েছেন বিশেষ ভাষার ব্যাকরণকে। যেমন, ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি ব্যাকরণ বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ। বৈশ্বিক ব্যাকরণের নিয়ম প্রাথমিকভাবে থাকলেও বিশেষ ভাষার নীতি অনুসারে প্রত্যেকটি ভাষার ব্যাকরণ আলাদা আলাদা। তাই একে বিশেষ ব্যাকরণ বলে। ধরা যাক, বাংলা ভাষারয় কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়াপদ আছে। প্রায় সব ভাষাতেই এই তিনটি পদ পাওয়া যাবে একটি সরল বাক্যে। কিন্তু বাংলা ভাষার নিয়ম অনুসারে প্রথমে কর্তা বসবে, শেষে বসবে ক্রিয়া আর মাঝখানে বসবে কর্ম। ফলে এই ভাষার, প্যাটার্ন হল—SOV প্যাটার্ন [Subject-Object-Verb]। আর ইংরেজি ভাষার প্যাটার্ন হল কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম [SVO]। বৈশ্বিক ব্যাকরণ অনুসারে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ভূমিকা মোটামুটি সবভাষাতেই এক। এগুলি দিয়েই বিমূর্ত্ত অন্বয় তৈরি হবে। সেই অন্বয় বৈশ্বিক ব্যাকরণ। আর বিষেষ ভাষা অনুসারে এদের গঠন আলাদা। বিশেষভাষার অন্বয় মূর্ত। কারণ তা প্রকৃত শব্দ দিয়েই তৈরি হয়। আবার ইংরেজি ভাষায় ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে পক্ষ অনুসারে রূপগত পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় হয়। যেমন, I/We go, You go, They go। কেবলমাত্র ভিন্ন পক্ষ একবচন হবে He goes। আর বাংলা ভাষায় — আমি/আমরা যাই, তুমি/তোমরা যাও, সে/তারা যায় ইত্যাদিকে। ভাষা অনুসারে যে ব্যাকরণ তৈরি হয় তাকেই বিশেষ ব্যাকরণ বলা হয়।

১০.৬.২ ভাষাবোধ ও ব্যবহার তত্ত্ব

পারঙ্গমতাবোধ।

চমস্কি জানান যে, ব্যাকরণ হল — মাতৃভাষা বলা, শোনা বা বোঝার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ বা মডেল। প্রত্যেক লোকের মনে মধ্যে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে মাতৃভাষা সম্পর্কে যে ধারণা থাকে সেই ধারণাকেই পারঙ্গমতাবোধ বা Competence বলে।

চমস্কি দু প্রকারের পারঙ্গামতাবোধের কথা বলেছেন।

ক. ব্যাকরণগত (Grammatical)

খ. প্রয়োগগত (Pragmatic)

ব্যাকরণগত বা ভাষাবিজ্ঞানগত পারঙ্গাতাবোধ ভাষার গঠনগত জ্ঞান প্রকাশ করে। বাক্যের গঠন ঠিকঠাক কিনা তা বোঝায় এবং বাক্যের গঠন সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করে। বাক্যের ধ্বনিগত, রূপগত, অন্বয়গত, শব্দার্থগত ধারণা এই পারঙ্গামতাবোধের মধ্যে থাকে।

প্রয়োগমূলক পারঙ্গামতাবোধের কথা প্রথম বলেন ডেল হাইমস্ (Dell Hymes) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। হাইমস্ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিককে এ ক্ষেত্রে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা যায়—ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, আদানপ্রদান ক্ষমতা এবং সংস্কৃতি জ্ঞান মিলে এই প্রয়োগমূলক পারঙ্গামতাবোধ তৈরি হয়।

এছাড়াও সাহিত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাহিত্যিক পারঙ্গামতাবোধ প্রয়োজন। কোনো কিছু বর্ণনা করার ক্ষমতা থেকে বর্ণনাগত পারঙ্গামতাবোধ তৈরি হয়। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে সমাজের নানা ধ্যানধারণা—নিয়মনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়ে তৈরি হয় সামাজিক পারঙ্গামতাবোধ। অর্থাৎ এককথায় কেবল ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাই নয়, কোন পরিস্থিতিতে কোন পরিবেশে কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। অর্থাৎ বেশগুছিয়ে ভালোভাবে ভাষার যাবতীয় প্রকাশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকার বিষয়টি পারঙ্গামতাবোধ।

ভাষা ব্যবহার।

বিশেষমূর্ত পরিস্থিতিতে বা বাস্তবজীবনের ক্ষেত্রে ভাষার প্রকৃত ব্যবহারই হল ভাষা ব্যবহার বা Performance। চমস্কি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাসপেক্টাস্ গ্রন্থে জানান গতানুগতিক ধারণা হল - যতটা পারঙ্গামতাবোধ ততটাই ভাষা ব্যবহার দেখা যাবে। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুসারে এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। চমস্কি জানালেন, ভাষা ব্যবহার পারঙ্গামতাবোধের সম্পূর্ণ ধারণা দিতে পারে না। ভাষাব্যবহারের সীমাবদ্ধতা অনেক ক্ষেত্রে থেকেই যায়। নানা ধরনের ভ্রান্তি এবং ত্রুটি ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। যেমন কথা বলা আরম্ভ করার সময়ে ভুল হতে পারে। নানারকম বিচ্যুতি ঘটতে পারে। মাঝামাঝি গিয়ে যেভাবে বলা আরম্ভ হয়েছিল তা বদলে যেতে পারে।

আদর্শ বক্তা-শ্রোতা একই ভাষা সম্প্রদায়ের হবে। কথা বলার সময় বক্তা যদি বিস্তৃতভাবে বলে বা বলার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ভুলে যায়, ভুল উচ্চারণ করে, ইতস্তত করে, তোতলামো করে। একই কথা যদি বার বার বলে তাহলেও শ্রোতা যদি বিভ্রান্তি না হল তবেই তাকে বলা হবে ভাষা ব্যবহার।

১০.৬.৩ বাক্য গঠনগত তত্ত্ব

অধোগঠন

কতকগুলি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি প্রাথমিক শব্দশৃঙ্খল পাওয়া যায়। এই শব্দ শৃঙ্খল বা উপাদান শৃঙ্খল এলোমেলো কতকগুলি শব্দ নয়। এই উপাদান শৃঙ্খলকে পদগুচ্ছ গঠনের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এই পদগুচ্ছ গঠনের চিহ্ন দিয়ে অধোগঠন (Deep Structure) তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটি বাক্যের এই রকম প্রাথমিক পদগুচ্ছ চিহ্ন আছে। বাক্যের মধ্যে অবস্থিত এই পদগুচ্ছ চিহ্ন পরম্পরা আন্বয়িক উপাদানের মাধ্যমে সঞ্জনিত হয়।

অধোগঠন ধারণাটি নিয়ে বিশেষভাবে সমালোচনা আরম্ভ হয়। ১৯৫৭-তে চমস্কি শব্দার্থতত্ত্বকে অধোগঠনে গ্রহণ না করলেও ১৯৬৫-তে তিনি একে গুরুত্ব দিলেন। অনেকে অধোগঠনকে গভীর বলে মনে করতে চাইলেন। কেউ বা মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। প্রকৃতপক্ষে চমস্কি বিষয়টিকে গভীর বলে দেখতে চান নি। প্রথমিক গঠন বা ভিত্তি হিসাবে এই গঠনটিকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন। ১৯৮০-৮১-র Government and Binding তত্ত্বে তাই Deep Structure না বলে D. Structure বলবেন।

অধোগঠন থাকবে আন্বয়িক উপাদান কক্ষ, সংবর্তনসূত্রসমূহ ভিত্তি কক্ষে থাকবে পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র এবং শব্দকোষ। এই অধোগঠনেই থাকবে শব্দার্থতত্ত্বগত উপাদান। বাক্যের অর্থগত নিমিতি অধোগঠনেই ঘটে।

অধিগঠন

বাক্যের অধোগঠন যখন সংবর্তনের (Transformation) মধ্য দিয়ে সঞ্জনিত (Generated) হয় তখন তাকে বলা হয় অধিগঠন (Surface Structure)। সংবর্তন সূত্র থেকে ধ্বনিতত্ত্বগত উপাদান নিয়ে বাক্যের ধ্বনিতত্ত্বগত প্রকাশ ঘটেছে। এই ধ্বনিতত্ত্বগত প্রকাশ এই বাক্যের অধিগঠন।

আমরা কানে যা শুনি সেগুলি ধ্বনিসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ধ্বনিসমষ্টির মিলিত রূপটিই বাক্যের অধিগঠন। এই ধ্বনিসমষ্টি অধিগঠনে উচ্চারিত হয় ধ্বনিতত্ত্বগত নানা উপাদান নিয়ে। আর সেগুলির বিন্যাস নির্ভর করে অধোগঠনের ওপর। অর্থবোধের ব্যাপারটিও থাকে অধোগঠনে। অধোগঠন তাই একটি বাক্যের আদর্শ বিমূর্ত গঠন। আর সংবর্তনসূত্রের মাধ্যমে সেই বাক্যের মূর্ত উচ্চারিত রূপ বা গঠন অধিগঠন।

একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে অধোগঠনের কক্ষগুলি এবং সংবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিগঠনের বিন্যাসটি লক্ষ্য করব।

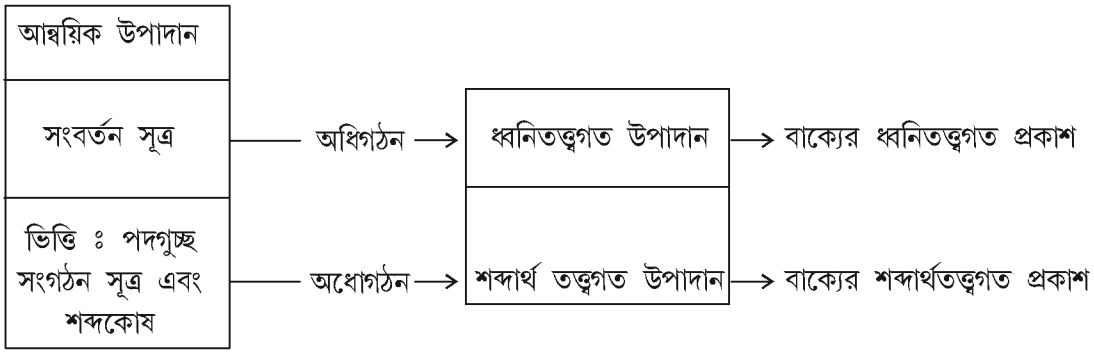

১০.৬.৪ বাক্য ব্যবহার তত্ত্ব

ব্যাকরণসম্মত বাক্য

বাক্যের আদর্শ আন্বয়িক গঠন-রূপ হল—ব্যাকরণসম্মত বাক্য (Grammatical Sentence)। বাক্য ব্যাকরণসম্মত কিনা কিংবা কতটা ব্যাকরণসম্মত তা দিয়ে পারঙ্গমতাবোধের মাত্রা কিছুটা মাপা যায়। সুতরাং ব্যাকরণযোগ্যতা হল পারঙ্গমতাবোধ অধ্যয়নের মাপকাঠি। গ্রহণযোগ্য নয় এমন ব্যাকরণসম্মত বাক্য সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এরকম বাক্য হতে পারে। তাই ব্যাকরণযোগ্যতা আর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি এক নয়।

গ্রহণযোগ্যতার নানা দিকের মধ্যে একটি দিক হল—ব্যাকরণসম্মত বাক্য কিনা সেই বিষয়টি দেখা। অনেক সময় বাক্য অনেক বেশি বিমূর্ত রূপ নেয়। ফলে, তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায় কিন্তু ব্যাকরণ যোগ্যতা হয়তো অনেক বেশি থাকে। গ্রহণযোগ্য নয় এমন ব্যাকরণসম্মত বাক্য সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। তার কারণ, স্মৃতিশক্তির সীমাবদ্ধতা বা শৈলীগত বিষয় ইত্যাদি হতে পারে।

চমস্কি জানান, গ্রহণযোগ্য নয় এমন ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে ব্যাকরণের নিয় দিয়ে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বাক্য সঞ্জননের সময় ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা সংখ্যায় কমিয়ে দিতে পারি। অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত অথচ গ্রহণযোগ্য বাক্য নয় এমন বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে পারি। আন্বয়িক গঠনের ক্ষেত্রে অবর শ্রেণি (Subcatagory) গঠনের দিকটি ব্যাকরণযোগ্যতার মাত্রা বিষয়টি দেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর অবর শ্রেণি তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাচন বা Sectional rules গুলি যদি না মানা হয় তাহলে বাক্যর গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। ব্যকরণ যোগ্যতার ধারণা যা আমাদের বোধের মধ্যে থেকে তা অনেক জটিল। ব্যাকরণের কাজ সেটিকে ব্যাখ্যা করা।

গ্রহণযোগ্য বাক্য বা প্রকৃত বাক্য।

মানুষের মুখের উচ্চারণ বা ভাষা ব্যবহার-এর ক্ষেত্রে চমস্কি গ্রহণযোগ্য বা acceptable পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। কাগজে কলমে বিশ্লেষণ না করেই যে বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এবং যে বাক্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—সেই প্রকৃত ব্যবহৃত বাক্যকে তিনি গ্রহণযোগ্য বাক্য বলতে চেয়েছেন। গ্রহণযোগ্যতারও নানা মাত্রা আছে। যেমন, খুব তাড়াতাড়ি বলা বাক্য, অনেক ভুল বাক্য উচ্চারণ করা, ঠিক ঠিক গঠন মনে রেখে পুরো বাক্যটির অন্বয় বজায় না রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। চমস্কি প্রদত্ত উদাহরণ এখানে দেখা যাক—

(1) (i) I called up the man who worte the book that you told me about.

(2) (ii) I called the man who wrote the book that you told me about up.

চমস্কি জানিয়েছেন প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয়টির তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য বাক্য। বলেছেন,

"The more acceptable sentences are those that are more likely to be produced, more easily understood, less culmsy, and in some snese more natural". [Chomsky : 1865 : 11]

অর্থাৎ চেষ্টা করে যে বাক্য হয় না ভেতর থেকেই উঠে আসে সেই বাক্য গ্রহণযোগ্য বাক্য। যে বাক্য খুব সহজে বোঝা যায় যে বাক্য বেশি ভারাক্রান্ত নয় বা আন্বয়িক জটিলতা কম এবং স্বাভাবিক তাকে গ্রহণযোগ্য বাক্য বলা হবে।

১০.৭ চমস্কি ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্বয় তত্ত্বের অগ্রগতি

চমস্কি প্রবর্তিত আন্বয়িক তত্ত্বটিই এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি। ১৯৫৭-তে প্রকাশিত Syntatic Theory-র থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৬৫-র তত্ত্বটিকে 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থটিকে। ১৯৬৫-র তত্ত্বটিকে 'Standard Tehory' বা 'Classical T. G' বলা হয়। ৭০-এর দশকে আরও কিছু তত্ত্বের উদ্ভব ঘটতে থাকে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময় 'Relational Grammer' (RG)-এর উদ্ভব হয়। চমস্কির তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্ব প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। ৭০ দশকের শেষ দিকে এই তত্ত্ব 'Lexical

Functional Grammaer' LPG বা পরিণত হয়। কর্তা আর কর্ম কাকে বলে তার সমাধান TG-তে পাওয়া যায় নি। ১৯৭০-এর প্রথম দিকে RG-তে বলা হল কর্তা আর কর্ম হল ব্যাকরণগত সম্পর্ক (relations)। বাক্যের আন্বয়িক গঠনকে তারা সম্পর্ক হিসাবে দেখলেন।

LPG-তে বাক্যের উপাদানগুলি তথা বাক্যের কর্তা, কর্ম ইত্যাদিকে ব্যাকরণ ক্রিয়া (Function) বা ভূমিকা হিসাবে দেখা হল। একটি বাক্যের দুটি প্রধান উপাদান আছে। একটি হল—

c-structure বা উপাদান গঠন। আর অন্যটি হল—

f-structure বা পদভূমিকার (function) গঠন

১৯৮০ থেকে চমস্কির Government and Binding বা Principles and Parameters (P & P) তত্ত্ব গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৮১-তে প্রকাশিত Lectures on Government and Binding গ্রন্থের পুনমার্জনা একাধিকবার পরবর্তীকালে করেছেন। সে সব জটিলতায় আমরা এখানে যেতে চাই না। তবে P & P তত্ত্বে মূল গঠন হল—S Structure আর তার থেকে বাড়তি আরও দুটি স্তর তৈরি হয়েছে। এগুলি হল Over Surface Structure বা Phonological Form (P.F.) অর্থাৎ যুক্ত অধিগঠন বা ধ্বনিতত্ত্বগত রূপ। শৈলীগঠন সূত্র দিয়ে এই স্তরটি তৈরি হয়। আর দ্বিতীয়টি হল—Logical Form (LF) বা যুক্তিনিষ্ঠ গঠন। শব্দার্থতত্ত্বগত প্রকাশের মধ্যে এর অবস্থান।

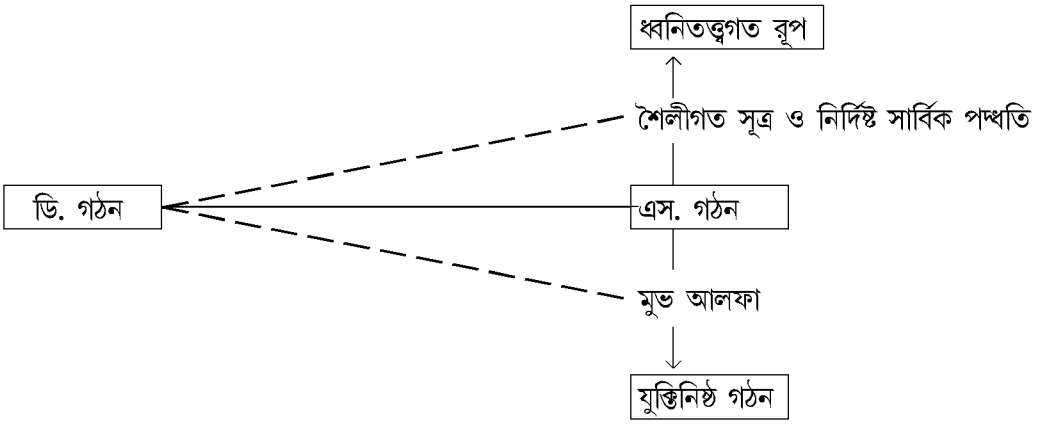

এটি বা তালিকা স্থানান্তকরণ-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এই রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চমস্কির Extended Standard Theory থেকে এই P & P তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। এর ডি-গঠনের প্রধান হল বিষয় বা Theme সরাসরি যুক্ত হয়ে আছে এমন বাক্যগুলির গঠনগত দিকগুলি নির্দেশ করা। ডি গঠনে আছে শব্দকোষ আর ব্যাকরণের নানাবিধ শ্রেণি (Category)। এই ডি গঠন একটি সংবর্তনের মাধ্যমে এস গঠনে পরিণত হয়। এই সংবর্তনটিকে আলফা স্থানান্তকরণ (Alpha Movement) বলা হয়।

এস গঠন-এর মধ্যে শূন্য উপাদান বা রয়েছে। আর. এস. গঠনকে ডি. গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা দেখার জন্য অনুসন্ধান বা trace-এর ভূমিকা যুক্ত হয়।

এসব গঠনে থাকে যুক্তিনিষ্ঠ গঠন (logical Term)। এই গঠনে নানা তত্ত্ব কাজ করে।

যেমন,

X-bar theory, Theta theory, Case theory, Binding Theory, Bounding Theory এবং Contorl Government Theory প্রভৃতি তত্ত্ব।

১৯৮৫-তে প্রকাশিত Gazdar, G; Klein, E; l pullum, G.; Sag, I, রচিত 'Generalized Phrase Structure Grammer গ্রন্থে এর তত্ত্ব প্রকাশিত হল।

Pollard এবং sag-এর 'Information Based Syntax and Semantics, Vol-1 : Fundamentals' গ্রন্থে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'Head Driven Phrase Structure Grammaer' বা HPSG ব্যাকরণের মডেল দেওয়া হল। ১৯৯৪-তে এবং গ্রন্থে এই তত্ত্বের পরিমার্জিত রূপটি পাওয়া গেল।

১০.৮ সারাংশ

প্রথানুসারী ব্যাকরণে অন্বয়কে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এই অন্বয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অব্যবহিত উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ করে তৈরি হয়েছে অব্যবহিত উপাদান গঠন। কিন্তু সে গঠন বিশ্লেষণের মধ্যেও নানা ধরনের সমস্যা এসে পড়ে। তাই চমস্কি প্রবর্তিত সংবর্তনী সঞ্জননী তত্ত্বকে বর্তমান সময়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। চমস্কির সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার গ্রন্থের তত্ত্ব পরবর্তীকালে পরিমার্জিত রূপ নিয়ে ১৯৬৫-তে প্রকাশ পায়। আর অ্যাসপেক্ট্স-এর তত্ত্ব নিয়ে বর্তমান সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের মডেলটি তৈরি হয়েছে। ১৯৫৭-র তত্ত্বে Finite State Grammar, Phrase Structure Grammaer এবং Transformation Grammar-এর কথা তিনি বলেছিলেন। আর ১৯৬৫-তে Transformational Grammaer বা সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের কথা বললেন।

১৯৬৫-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি তিনটি কক্ষের কথা বলেছেন। একটি হল শব্দার্থতত্ত্বগত কক্ষ। দ্বিতীয়টি—আন্বয়িক কক্ষ। এবং তৃতীয়টি হল—ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষ। চমস্কি দুটি ধারণা নিয়ে একটি তত্ত্ব তৈরি করেছেন। এগুলি হল—বৈশ্বিক ব্যাকরণ বিশেষ ব্যাকরণ, পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহার, অধোগঠন ও অধিগঠন এবং ব্যাকরণসম্মত বাক্য ও গ্রহণযোগ্য বাক্য।

১৯৭০ থেকে চমস্কির প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে থাকে কিছু ব্যাকরণ। যেমন, অ্যান্ডারসন ফিলমোর প্রমুখের Case Theory অন্যভাবে বাক্যের গঠনকে দেখতে চান। পালমুটার প্রমুখ Relational Grammaer-এর কথা বলেন। ব্রেসনান Lexical Functional Grammaer প্রমুখ এর কথা বলেন। গাজদার প্রমুখ Generalized Phrase Structure Grammaer-এর তত্ত্ব দেন। পোলার্ড প্রমুখ বলেন Head-Driven Phrase Structure Grammaer-এর কথা।

পাশাপাশি চমস্কিও বদলাতে থাকেন তত্ত্ব। Government and Binding বা P & P তত্ত্ব তৈরি করেন এবং তার নানারকম সমস্যার সমাধান করেন পরবর্তীকালে। এভাবেই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্বয়তত্ত্ব নানা সমস্যা সমাধান সূত্র আবিষ্কার করে চলেছে।

১০.৯ অনুশীলনী

১. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার, খ. পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণ, গ. সংবর্তনী ব্যাকরণ, ঘ. বৈশ্বিক ব্যাকরণ, ঙ. বিশেষ ব্যাকরণ, চ. পারঙ্গামতাবোধ, ছ. ভাষা ব্যবহার, জ. অধোগঠন, ঝ. অধিগঠন, ঞ. ব্যাকরণসম্মত বাক্য, ট. গ্রহণযোগ্য বাক্য, ঠ. P & P তত্ত্ব।

২. চমস্কি প্রবর্তিত ১৯৫৭ ও ১৯৬৫-র তত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। এই প্রসঙ্গে এই দুই তত্ত্বের কোনো তফাত আছে কিনা দেখান।

৩. যে-কোনো দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।

ক. বৈশ্বিক ব্যাকরণ ও বিশেষ ব্যাকরণ

খ. পারঙ্গামতাবোধ ভাষা ব্যবহার

গ. অধোগঠন-অধিগঠন

ঘ. ব্যাকরণসম্মত বাক্য-গ্রহণযোগ্য বাক্য

৪. ১৯৬৫-র পর চমস্কি ও অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫. অন্বয় তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।

১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব।

চক্রবর্তী, উদয় কুমার, ১৯৮৮, বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, শ্রী অরবিন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা।

Bach, E, 1974, Syntactic Theory, Halt, Fince Chart and Winston, New York

Baker, C. L., 1978, Introduction to Generatic-Transformational Syntax. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Nersey.

Burt, M. K. 1971, From Deep to Surface Structure : An Introduction to Transformational Syntax, Harpers & Row.

Chomsky. N. 1965, Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge, Mass.1981, Lectures on Government and Binding, Faris, Dordreeht.

Matthews, P. H. 1981, Syntax, Cambridge University Press

Redford, A, 1981 Transformational Syntax, Cambridge University Press.
1988 Transformational Grammar, Cambridge University Press.